ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতির ক্ষেত্রে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *ইসলামী আইনের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হাদীস দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছে। এই পথ-পরিক্রমায় হাদীস কেন্দ্রিক একাধিক জ্ঞানের শাখার গোড়াপত্তন ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. এর যুগ থেকেই হাদীসের সনদ যাচাইয়ের ধারা চালু হলেও কালক্রমে জাল-যঈফসহ অসংখ্য অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা হাদীসের নামে বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পায়। এসব অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা থেকে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই করে এর হুকম নির্ণয় করার কষ্টসাধ্য কাজে পূর্ববর্তী যুগসমূহে বহু খ্যাতনামা ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিস-মুফাসসির-ফকীহ ও উসূলবিদ প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদেরই ধারাবাহিকতায় শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ও অনন্য ব্যক্তিত্ব। এ মহান মনীষী তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় হাদীস বিজ্ঞানের খেদমতে উৎসর্গ করেছেন। হাদীস বিজ্ঞান অধ্যয়ন, শিক্ষা দান, গবেষণা ও লেখালেখিই ছিল তাঁর জীবনের প্রধানতম ব্রত। তিনি তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে হাদীস বিজ্ঞানের জগতে যে অবদান রেখে গেছেন, তা সত্যিই অনবদ্য। শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের উপর বহুমাত্রিক কাজ সম্পাদন করেন। তিনি সনদের মান বিচার-বিশ্লেষণ করে সহীহ ও যঈফ হাদীসের পৃথক সংকলন রচনা করেন। বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হাদীসসমূহের সনদ যাচাই-বাছাই করে সহীহ ও যঈফ হাদীস আলাদা করেন। তিনি হাদীস, ফিকহ ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে ব্যবহৃত হাদীসসমূহের তাখরীজ-তা'লীক করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি চয়নে মনোনিবেশ করেন। এ কাজ সম্পাদনে শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক রচিত পূর্বতন গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থাদির পরিমার্জন ও টীকা সংযোজন করেন। হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করেন। সেইসাথে হাদীস গ্রহণ ও বর্জনে কতিপয় মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এ সব বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হবে। যার মাধ্যমে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি চয়নে শায়খ আল-আলবানী রহ.–র অবস্থান ও অবদান পরিস্ফুটিত হবে।]*

* সহকারী অধ্যাপক, জেনারেল এডুকেশন বিভাগ (ইসলাম শিক্ষা), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মানিকনগর, ঢাকা।

ভূমিকা

হাদীস বিজ্ঞানের সব কটি শাখা-প্রশাখায় শায়খ আল-আলবানী রহ.-র সরব বিচরণ লক্ষণীয়। হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি চয়নেও শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-র গবেষণা ও অবদান উল্লেখযোগ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাদীস বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক জ্ঞানগত শাখার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞান। হাদীস বিজ্ঞানের জ্ঞানগত এ বিষয়টি প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি হয় এবং সময়ের এগিয়ে চলার পথে এর ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। মূলত হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই, সহীহ ও যঈফ হাদীস চিহ্নিতকরণের নীতিমালা বিষয়ক জ্ঞানই হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞান বলে পরিচিত। যুগ-যুগান্তরে হাদীস বিশারদগণের অবিরত প্রয়াসের মাধ্যমে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞান পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। অসংখ্য ইসলামী পণ্ডিত ও হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক লেখালেখি ও গ্রন্থাদি রচনা করেন। যা হাদীস বিজ্ঞানের জ্ঞানগত জগতকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তাঁর নাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন। উপনাম আবূ আবদির রহমান। পিতার নাম নূহ। তাঁর বংশক্রম হলো নাসিরুদ্দীন ইবন নূহ নাজাতী ইবন আদম আল-আলবানী। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে আল-আলবানী বলা হয়ে থাকে। আল-আলবানী ১৩৩২ হিজরী মুতাবিক ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন আলবেনিয়ার অন্তর্গত আশকুদারায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তিনি দরিদ্র পরিবারে লালিত পালিত হন। আর্থিক দিক দিয়ে পরিবারটি দৈন্যগ্রস্ত হলেও একটি দীনী ও রক্ষণশীল পরিবার হিসেবে তৎকালীন সমাজে পরিচিতি ছিল। তাঁর পিতা উসমানীয় খিলাফতের রাজধানী আস্তানায় (বর্তমান এটি ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত) একটি ধর্মীয় শিক্ষালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে নিজ এলাকায় দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য ফিরে আসেন। তাঁর জ্ঞান গরিমার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান লাভের আশায় তাঁর নিকট পাড়ি জমাতো। এ সময় উসমানীয় খিলাফাতের পতন এবং কামাল আতাতুর্ক-এর ক্ষমতা দখলের ফলে গোটা তুরস্কে ধর্মীয় অঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করে। খোদাদ্রোহী প্রশাসন ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে বিকৃতি সাধান করে। আরবী ভাষার প্রচলন বিলুপ্ত করা হয়। মেয়েদেরকে হিজাবের পরিবর্তে অশালীন পোষাক পরিধানে প্ররোচিত করা হয়। এক কথায় সেখানে ইসলামী অনুশাসন বিলুপ্ত করা হয়। এ সময় ইসলামের উপর টিকে থাকা ঈমানদারদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অনেক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার আলবেনিয়া থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হিজরত করে। এরই

ধারাবাহিকতায় শায়খ আলবানীর পিতা পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং দামিস্কে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন।[১]

আলবানীর পিতা যখন সিরিয়ায় হিজরত করেন তখন বালক আলবানীর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। এরপর পিতা তাঁকে জামিয়াতুল ইস'আফ আল-খায়রিয়্যাহ মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। শায়খ আলবানী মাদরাসায় কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি স্বীয় পিতার নিকট কুরআন, তাজবীদ, নাহু, সারফ এবং ফিকহ্ শিক্ষা করেন।[২] এরপর তিনি সিরিয়ার তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ২০ বছর বয়সে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তৎকালীন মিসরের প্রথিতযশা আলিম সাইয়্যেদ রশীদ রিযার মাজাল্লাতুল মানার পড়ে হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন।[৩] পরবর্তীতে তিনি সিরিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। জ্ঞানানুশীলনের অদম্য স্পৃহা তাঁকে হাদীস বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধ করে। কঠোর অধ্যবসায় এবং নিরন্তর সাধনার বিনিময়ে তিনি নবী স.-এর সুন্নাহের অমিয় সুধা পান করেন। সুন্নাহর এমন কোন দিক নেই, যা তিনি উপলব্ধি করেননি। সুন্নাহের লালন ও কর্ষণে তিনি ব্যয় করেছেন তার জীবনের প্রতিটি সময় ও মুহূর্ত। ফলে তিনি আধুনিক বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিস হিসেবে আবির্ভূত হন। সমকালীন সকল মুহাদ্দিস তাঁর হাদীসে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। অবশেষে সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায রহ. তাঁর সম্পর্কে এ ঘোষণা দেন যে,

لا أعلم تحت الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر الدين في علم الحديث

বর্তমান যুগে এই নভোমণ্ডলের নিচে ইলমুল হাদীসে আলবানী অপেক্ষা অধিক পারদর্শী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।[৪]

শায়খ আলবানী ছিলেন একজন উঁচুমানের হাদীস বিজ্ঞানী। তাঁর হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ প্রক্রিয়া পূর্বসূরি মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত প্রক্রিয়া থেকে আলাদা নয়। এ যুগেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা সর্বজন স্বীকৃত। সুনানু নাসাঈর বিখ্যাত ভাষ্যকার শায়খ মুহাম্মাদ আলী আদম আল-আছিউবী এ প্রসঙ্গে বলেন,

১. ইবরাহীম মুহাম্মদ আলী, *মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী*, দামিস্ক : দারুল কলম, ১৯৯৯ খ্রী., পৃ. ১৬-২১; উদ্ধৃত, ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ১৮২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৩. আশ-শায়বানী, *হায়াতুল আলবানী*, খ. ১, পৃ. ৪০১; উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

৪. আবদুল কাদির জুনায়দ, *আল-আলবানী আল-ইমাম*, পৃ. ৬-৭; উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

وله اليد الطولى في معرفة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتشهد بذالك كتبه القيمة فقل من يدانيه في هذا العصر الذي ساد فيه الجهل بهذا العلم الشريف

হাদীসের সহীহ ও যঈফ নিরূপণে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থাবলি এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। এ মহান শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রাবল্যের এ যুগে তাঁর নিকটতম ব্যক্তি কমই রয়েছেন।[৫]

আল-আলবানী সহীহ হাদীস নিরূপণের জন্য রাত দিন পরিশ্রম করেছেন। প্রতিদিন তিনি ৮ ঘণ্টা যাহিরিয়্যাহ লাইব্রেরিতে হাদীস গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতেন। কোন কোন দিন এমনই হয়েছে যে, লাইব্রেরির কর্মকর্তাগণ লাইব্রেরি বন্ধ করে চলে গেছেন আর তিনি ভিতরেই রয়ে গেছেন। তিনি সারা রাত হাদীসের গ্রন্থগুলো নিয়ে গবেষণায় কাটিয়েছেন। লাইব্রেরি থেকে বাড়িতে ফিরে এসে অবশিষ্ট ১২ ঘণ্টার মধ্যে শুধু খাওয়া ও সালাত আদায় ব্যতীত বাকী সময় অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি সুনানে আরবা'আর হাদীসসমূহ যাচাই করে কোনগুলো সহীহ এবং কোনগুলো দুর্বল ও মাওযূ তা আলাদা করে স্বতন্ত্র সুনান গ্রন্থের রূপ দেন। তিনি নিম্নলিখিতভাবে সুনানগুলোকে ভাগ করেন :

সহীহ সুনানে ইবন মাজাহ (২ খণ্ডে সমাপ্ত), য'ঈফ সুনানে ইবন মাজাহ (১ খণ্ডে সমাপ্ত), সহীহ সুনানে আবী দাউদ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত), য'ঈফ সুনানে আবী দাউদ (১ খণ্ডে সমাপ্ত), সহীহ সুনানে তিরমিযী (৩ খণ্ডে সমাপ্ত), য'ঈফ সুনানে তিরমিযী (১ খণ্ডে সমাপ্ত), সহীহ সুনানে নাসাঈ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত), য'ঈফ সুনানে নাসাঈ (১ খণ্ডে সমাপ্ত)। উল্লিখিত গ্রন্থাবলি ছাড়াও তিনি হাদীস বিষয়ে সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ, সিলসিলাতুল আহাদীসিয য'ঈফাহ, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, সহীহ আল-জামিউস সাগীর ও যঈফ আল-জামিউস সাগীর ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।[৬] তিনি ১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ সালে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে অনবদ্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে মোতাবেক ১৪২০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক চয়িত পূর্বতন গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞান তথা সহীহ হাদীস বাছাই ও এগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রায় শতাধিক শাখা প্রশাখার ইলম বা জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে।[৭] এ সকল বিষয়ে কখন পূর্ণাঙ্গ অবয়বে গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তা বলা কঠিন। হিজরী

৫. আশ-শায়বানী, *হায়াতুল আলবানী*, খ. ১, পৃ. ৪৮; উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪

৬. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

৭. ড. আ. খ. ম. ওয়ালী উল্লাহ, হাদীসের পরিভাষা ও মৌলনীতি বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি : একটি সমীক্ষা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, কুষ্টিয়া, খ. ৭, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৮ খ্রী., পৃ. ৬৯

দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে ইমাম শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হি.) রচিত 'আর-রিসালাহ' (الرسالة) গ্রন্থে সুন্নাহ তথা হাদীস গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কে কতিপয় মূলনীতি আলোচিত হলেও হাদীস-মৌলনীতি বিষয়ে তা পৃথক গ্রন্থে রূপ পরিগ্রহণ করেনি। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে 'উসূলুস সুন্নাহ' (أصول السنة) ও 'মাযাহিবুল মুহাদ্দিসীন' (مذاهب المحدثين) শীর্ষক দুটো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে কিছু মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করেন। হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ পর্বে হাফিয আবূ বকর আহমাদ ইবন হারুন ইবন রাওহ আল-বারদীজী (মৃ. ৩০১ হি.) হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক রচিত কতিপয় গ্রন্থ সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করেছেন। গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মা'রিফাতুল মুত্তাসিল ওয়াল মুরসাল ওয়াল মাকতূ' ওয়া বায়ানুত তুরুক্ব আস-সহীহাহ' (معرفة المتصل والمرسل والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة) ও 'মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস' (معرفة علوم الحديث) এ গ্রন্থ দুটোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এ গ্রন্থগুলো সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য-উপাত্তের সন্ধান পাওয়া যায়নি।[৮] ইবন হাজার আল-আসকালানীর (মৃ. ৮৫২ হি.) মতে, হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানগত শাখায় সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ক্বাযী আবূ মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান বিন খাল্লাদ আর-রামাহুরমুযী (মৃ. ৩৬০ হি.)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়াঈ' (المحدث الفاصل بين الراوى والواعى)। তবে গ্রন্থটিতে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[৯]

পরবর্তীতে হাকিম নাইসাপুরী (মৃ. ৪০৫ হি.) এ বিষয়ে 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস (معرفة علوم الحديث) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু তিনিও এটি পরিমার্জন ও পরিসম্পাদন করতে পারেননি। এমনিভাবে আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.) হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক 'আল-কিফায়াতু ফি 'ইলমির রিওয়ায়াহ' (الكفاية في علم الرواية) এবং ক্বাযী ইয়ায (মৃ. ৫৪৪ হি.) 'আল-ইলমা' ইলা মা'রিফাতি উসূলির রিওয়ায়াতি ওয়া তাকয়ীদিস সিমা'' (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) নামে স্বতন্ত্র দুটো গ্রন্থ রচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হিজরী সপ্তম শতকে তকী উদ্দীন ইবনুস সালাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক চয়িত পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহের পরিমার্জন, সংক্ষেপণ ও সংযোজন করে

৮. ড. আজ্জাজ আল-খতীব, *উসূলুল হাদীস: উলূমুহু ওয়া মুসত্বলাহুহু*, কায়রো : দারুল ফিকর, ১৪০১ হি./ ১৯৮১ খ্রি., পৃ. ৪৫৩; ড. আ. খ. ম. ওয়ালী উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১

৯. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *নুযহাতিন নাযারি শরহু নুখবাতিল ফিকরি ফী মুস্তলাহি আহলিল আছার*, দামিশক : মুআস্সাসাতু ওয়া মাকতাবাতুল খাফিকীন, ১৪০০ হি./ ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ১৫-১৬

একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম রাখেন 'উলূমুল হাদীস' (علوم الحديث)। এ গ্রন্থটি 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ' (مقدمة ابن الصلاح) নামে প্রসিদ্ধ। পরবর্তীতে যাঁরাই হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের সকলেই অনেকাংশে এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছেন। এ গ্রন্থটির পুনর্বিন্যাস, সংক্ষেপণ ও সংযোজন করে আল্লামা ইবন কাছীর একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' (اختصار علوم الحديث)।

এমনিভাবে ইবন হাজার আল-আসকালানী 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ' অনুসরণ করে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম 'নুখবাতুল ফিকর'। ইবন হাজার আল-আসকালানী নিজেই এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম রাখেন, 'নুযহাতুন নাযারি শরহু নুখবাতিল ফিকরি ফী মুসত্বলাহিল আছারি' (نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح الأثر)। ইলম হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে এ দুটো গ্রন্থকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ দুটো গ্রন্থই যেন হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে পূববর্তী হাদীস বিশারদগণের চিন্তা-চেতনা, গবেষণা ও সাধনার ফসল বা সার সংক্ষেপ। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী এ দুটো গ্রন্থকেই নির্বাচন করেন এবং এ দুটো গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যাচাই বাছাই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ইবন কাছীর রচিত গ্রন্থটির প্রকৃত নাম ইখতিসারু উলূমিল হাদীস (اختصار علوم الحديث)। কিন্তু মক্কা মুকাররমা থেকে এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামুযা ছন্দ মিলাতে যেয়ে গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'আল-বাইসুল হাসীস ইলা মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস' (الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث)। পরবর্তীতে এ নামেই গ্রন্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৩৫৫ হিজরীতে গ্রন্থটি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যান্তর্ভুক্ত করা হয়। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শায়খ আহমদ মুহাম্মদ শাকির এ বইটি পড়াতে গিয়ে তিনি এর পুরাতন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে দেখেন যে, গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' (اختصار علوم الحديث)। তিনি এ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে তিনি পুরাতন নামটিই ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তিনি গ্রন্থটিতে আরো ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করেন। এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় শায়খ আহমাদ শাকির গ্রন্থটির প্রকৃত নাম ও প্রচলিত নাম সমন্বয় করে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'আল-বাইসুল হাসীস শরহু ইখতিসারু উলূমিল হাদীস লি ইবন কাসীর' (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير) হিসেবে। এ সংস্করণটি ১৩৭০ হি./ ১৯৫১ খ্রী. সনে প্রকাশিত হয়।[১০]

১০. শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, আল-*বাইসুল হাসীস শরহু ইখতাসারি উলূমিল হাদীস*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৭০ হি./ ১৯৫১ খ্রি., দ্বিতীয় সংস্করণে আহমদ শাকিরের ভূমিকাংশে দ্রষ্টব্য।

শায়খ আল-আলবানী রহ.-র নির্বাচিত দুটো গ্রন্থের মধ্যে একটি হল, 'ইখতাসারু উলূমিল হাদীস' (اختصار علوم الحديث)। এ গ্রন্থটির সর্বশেষ সংযোজন আহমাদ শাকিরের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল-বাইসুল হাসীস শরহু ইখতিসারু উলূমিল হাদীস লি ইবন কাসীর'। তিনি মূলত এ গ্রন্থটির উপরই কাজ করেন। তিনি গ্রন্থটির পুনঃযাচাই বাছাই করেন এবং এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করেন। শায়খ আল-আলবানীর এ কর্মটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত হয়। তিনি এতে অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করেন। আবার কোন কোন বিষয়ে শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকিরের বিরোধিতাও করেন। এটি হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে শায়খ আল-আলবানীর একটি বৃহৎ গবেষণা কর্মও বটে। তাঁর নির্বাচিত দুটো গ্রন্থের মধ্যে আরেকটি হল, ইবন হাজার আল-আসকালানীর 'নুযহাতুন নযর' (نزهة النظر)। তিনি এ গ্রন্থটিরও যাচাই বাছাই করেন এবং এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রচনা করেন। অবশ্য তিনি এ গ্রন্থটির কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তাঁর এ অসমাপ্ত কাজটি পাণ্ডুলিপি আকারে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিদ্যমান।

ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল ও ইলমু আসমাইর রিজাল বিষয়ক গ্রন্থাবলির পরিমার্জন ও টীকা সংযোজন

ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল ও ইলমু আসমাইর রিজাল হাদীস বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো জ্ঞানগত শাখা। ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল হল হাদীস বিজ্ঞানের এমন এক জ্ঞানগত বিষয়, যার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণ বা দোষ জানা যায়, যেখানে রাবীদের গুণ বা দোষ বর্ণনা করা হয় বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে।[১১] অন্যদিকে হাদীসের বর্ণনাকারীদের পরিচয় সংক্রান্ত বিদ্যার নাম হল ইলমু আসমাইর রিজাল। একে ইলমু রিজালিল হাদীসও বলা হয়।[১২] এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাদীসের সনদের মান নির্ণয়ে, সহীহ কিংবা য'ঈফ হাদীস নির্বাচনে ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল ও ইলমু আসমাইর রিজাল-এর জ্ঞান অতি আবশ্যক।

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. প্রথমত ইলমুল জারহি ওয়াত তাদীল ও ইলমু আসমাইর রিজাল বিষয়ে লিখিত কতিপয় গ্রন্থাবলি পরিমার্জন করেন ও সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজন করেন। সেই সাথে নানান প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন। এরূপ কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ:

এক. আল-খতীব আত-তাবরীযী (মৃ.৭৪১ হি.) রচিত 'আল-ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল' (الإكمال فى أسماء الرجال)। শায়খ আল-আলবানী রহ. এ গ্রন্থটির তাহকীক করেন।

১১. ড. সুবহী আস-সলিহ, *উলূমুল হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহু*, বৈরূত : দারুল মালায়ইন লিল ইলমি, ৩য় সং-১৩৮৪ হি./ ১৯৬৫ খ্রী., পৃ. ১০৯

১২. প্রাগুক্ত

দুই. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃ.৭৪৮ হি.) রচিত 'দিওয়ানুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন' (ديوان الضعفاء والمتروكين)। শায়খ আল-আলবানী রহ. এ গ্রন্থটির তাহকীক করেন ও টীকা সংযোজন করেন। এটি বর্তমানে পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

তিন. ইবন আবী হাতিম আর-রাযী (মৃ.৩২৭ হি.) রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীল' (كتاب الجرح و التعديل)। এ গ্রন্থটিতে যে সব রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, শায়খ আল-আলবানী রহ. তাঁদের একটি তালিকা তৈরি করেন এবং এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মতামত ব্যক্ত করেন। 'কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীলের' উপর ভিত্তি করে শায়খ আল-আলবানী রহ. যে গ্রন্থটি রচনা করেন, তিনি তার নামকরণ করেন 'রিজালুল জারহি ওয়াত তা'দীল লি ইবন আবী হাতিম' (رجال الجرح والتعديل لابن أبى حاتم) হিসেবে। বর্তমানে গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে বহুমাত্রিক মন্তব্য ও কার্যক্রম

শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস সংকলন, প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পরিমার্জন ও টীকা সংযোজন এবং বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহৃত হাদীসসমূহের হুকুম বর্ণনা ইত্যাদি বহুমাত্রিক কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেন। ইলম হাদীসের এত সব বৃহৎ খেদমতের পাশাপাশি শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে সবিশেষ অবদান রাখবেন, এমনটি তাঁর পরিকল্পনাধীন ছিল। তাঁর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি সব কিছু হয়তো বা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর হায়াতে সংকুলান হয়নি। যে কারণে তিনি হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক কোন পূর্ণাঙ্গ ও একক গ্রন্থ রচনা করে যেতে পারেননি। তবে তিনি যদি আর কিছু দিন সময় পেতেন তাহলে হয়তো বা হাদীস বিজ্ঞানের গভীর পাণ্ডিত্য ও সারা জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়ে একটি অনবদ্য রচনা মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিতে পারতেন। তবুও শায়খ আল-আলবানী রহ. বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে তাঁর নানান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক কয়েকটি পাণ্ডুলিপিও রচনা করেন। হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে শায়খ আল-আলবানী রহ. কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম ও বহুমাত্রিক মন্তব্যের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

এক. শায়খ আল-আলবানী রহ. বিভিন্ন গ্রন্থের পরিমার্জন, টীকা-টিপ্পনী সংযোজন, ব্যাখ্যা লিখন, হাদীস তাখরীজকরণ এবং সংক্ষেপণ ও সংশোধন করে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া কতিপয় মৌলিক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি এ সব গ্রন্থের শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেন। এ সব ভূমিকায় তিনি হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন। যেমন শায়খ সায়্যিদ সাবিক রহ. প্রণীত 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থটির তাখরীজ ও তা'লীক করে শায়খ আল-

আলবানী রহ. 'তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক 'আলা ফিকহিস সুন্নাহ' (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, তার ভূমিকায় তিনি হাদীস গ্রহণ ও বর্জন করার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে রিয়াদুস সলেহীন, শরহুল আকীদাহ আত-তহাবীয়্যাহ ও ইরওয়াউল গালীল-র ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এমনিভাবে তিনি তাঁর রচিত 'সিলসিলাতুল আহাদীস আয-য'ঈফাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় য'ঈফ হাদীসের উপর আমল বৈধ কিনা সে প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার অবতারণা করেছেন।

দুই. শায়খ আল-আলবানী রহ. ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এ ক্ষেত্রে 'তায়সীরু ইনতিফা'ইল খুল্লান বি সিকাতি ইবন হিব্বান' (تيسير إنتفاع الخلان بثقات ابن حبان) গ্রন্থটির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এ গ্রন্থটিতে ইবন হিব্বান যাদেরকে 'ছিকাহ' বলেছেন, তাদের ব্যাপারে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান।

তিন. ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এ ক্ষেত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-জাম'উ বায়না মীযানিল ই'তিদাল লিয-যাহাবী ওয়া লিসানুল মীযান লি ইবন হাজার আল-আসকালানী' (الجمع بين ميزان الاعتدال للذهبى ولسان الميزان لإبن حجر العسقلانى)-র নাম প্রনিধাণযোগ্য। গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান।

চার. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল, শরী'আতের বিধি-বিধান চয়নে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য কি না। শায়খ আল-আলবানী রহ. এ প্রসঙ্গে এক অভূতপূর্ব আলোচনার অবতারণা করে তিনি একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি হলো, 'আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহি ফীল আকাইদ ওয়াল আহকাম' (الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام)। গ্রন্থটি পেশোয়ারের 'জামা'আতুদ দা'ওয়াহ ইলাল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শায়খ আল-আলবানী ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৯২ হিজরী সনের রজব মাসে বর্তমান স্পেনের গ্রানাডায় মুসলিম ছাত্র সংগঠন 'এসোসিয়েশন অব মুসলিম স্টুডেন্টস'-র উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে খবরে ওয়াহিদ কিভাবে শরী'আতের প্রামাণ্য উৎস হতে পারে, এ প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এটিকেই পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে রূপ দান করেন তাঁর ছাত্র মুহাম্মদ ঈদ আল-আব্বাসী।[১৩] গ্রন্থটিতে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা সুন্নাহ, হাদীস, খবর, আছার, সনদ, মতন ও

[১৩] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহি ফীল আকাইদ ওয়াল আহকাম*, পেশোয়ার : জামা'আতুদ দা'ওয়াহ ইলাল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, তা. বি., পৃ. ৯

হাদীসের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১৪] এর পর ইসলামী শরী'আতে সুন্নাহর অবস্থান কী এবং আকীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে কিভাবে খবরে ওয়াহিদ হুজ্জত বা প্রামাণ্য উৎস হতে পারে, সে সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া শায়খ আল-আলবানী 'দিফা' আনিল হাদীস আন-নববী ওয়াস-সীরাহ' (دفاع عن الحديث النبوى والسيرة) নামক আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি সাঈদ রমযান আলবুতী রচিত 'ফিকহুস সীরাহ' গ্রন্থে আলবুতী বিধৃত বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেন। শায়খ আল-আলবানীর এসব মন্তব্য বা আলোচনা মূলত হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক আলোচনায় রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, উক্ত গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী ব্যবহৃত হাসান গরীব বা হাসান সহীহ পরিভাষাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শায়খ আল-আলবানী এতে হাসান গরীব এবং হাসানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন।[১৫] 'ফিকহুস সীরাহ' গ্রন্থে উল্লেখিত ইবনুস সালাহ-র একটি মন্তব্য হল, হাদীস শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ হলো হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়া। শায়খ আল-আলবানী এ প্রসঙ্গে বলেন, কোন কোন সময় এ অবস্থায়ও হাদীস শক্তিশালী হয় না।[১৬] উপরন্তু হাদীসে গরীব ও হাদীসে সহীহ কিভাবে এক হতে পারে, মুহাদ্দিসগণ 'লাহু মানাকীর' বললে এর হুকুম কী[১৭] ইত্যাকার বহু বিষয়ে গ্রন্থটিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

পাঁচ. অধিকন্তু শায়খ আল-আলবানী রহ. তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানের নানান প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন। যেমন শায়খ আল-আলবানী রচিত 'সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ', 'সিলসিলাতুল আহাদীস আয-য'ঈফা' ও 'আহকামুল জানায়িয' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য ও আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। এসব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাদীসকে হাসান বলার অর্থ,[১৮] মতনের দিক থেকে হাদীসটি মাওযূ- ইমাম ইবন তাইমিয়্যার এমন বক্তব্যের মর্মার্থ,[১৯] ইমাম আয-যাহাবীর কথা 'হাদীস ফীহি মানাকীর' (حديث فيه مناكير), এবং 'মুনকারুল হাদীস'

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২০

[১৫] আল-আলবানী, *দিফা'উ আনিল হাদীছিন নববী*, দামিশক : মাকতাবাতুল খাফিকীন, ১৪০৩ হি., পৃ. ৬৬

[১৬] আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

[১৭] আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

[১৮] নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দ'ঈফাহ ওয়াল মওযু'আহ ওয়া আসারুহা আস-সাইয়ি' ফীল উম্মাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন্ নাশরি ওয়াত্ তাওযী', দ্বিতীয় সং; ১৪২০ হি. / ২০০০ খ্রী., খ. ১, পৃ. ৩৬

[১৯] নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

(منكر الحديث) এর মধ্যে কী পার্থক্য[২০] ইত্যাকার নানা বিষয়ে শায়খ আল-আলবানী আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসসমূহের তাখরীজ করতে গিয়ে তাখরীজের পাশাপাশি এমন সব মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, যা হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। যেমন 'ইরওয়াউল গালীল'-এ তিনি বলেন: "তাদলীসকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে বলে আমি শুনেছি।"[২১] আরো উল্লেখ্য, রাফউল আসতার (رفع الأستار) গ্রন্থের তাখরীজ করতে গিয়ে শায়খ আল-আলবানী ইমাম হাসান আল-বসরী রহ.-র মুরসাল হাদীস সম্পর্কে চমৎকার এক আলোচনার অবতারণা করেন।[২২] যা মূলত হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানগত শাখার অংশ বিশেষ।

হাদীসের হুকুম বর্ণনায় শায়খ আল-আলবানীর ব্যবহৃত পরিভাষা

শায়খ আল-আলবানী রহ.-র হাদীস সংকলন ও তাখরীজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তিনি কোন একটি হাদীসের সনদের মান বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে শুরুতেই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মাধ্যমে হাদীসটির সনদগত অবস্থান ও হাদীসের মান বিধৃত করেন। যেমন হাদীসটি সহীহ হলে শুরুতেই 'সহীহ', আর হাদীসটি য'ঈফ হলে শুরুতেই 'য'ঈফ' বলে মন্তব্য করেন। ফলে পাঠকগণ সহজেই হাদীসটির মানগত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এটি সাধারণ পাঠকদের জন্য খুবই উপকারী একটি পদ্ধতি- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। শায়খ আল-আলবানী রহ. নিজেই বলেন: "আমার একান্ত আগ্রহ হলো, পাঠককে যথা সম্ভব সহজ পদ্ধতিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট বাক্যে হাদীসের মান সম্পর্কে অবহিত করা।"[২৩] হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ইতঃপূর্বে কাউকে এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায়নি।

২০. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত্ তাওযী, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রী., খ. ২, পৃ. ১৩

২১. المدلس لايقبل حديثه حتى يصرح بالسماع -দ্র. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সং. ১৪০৫ হি. /১৯৮৫ খ্রী., ১ খ., পৃ. ৮৭

২২. মুহাম্মদ ইবন 'আলী আস-সনা'আনী, *রাফ'উল আসতার লি ইবতালি আদিল্লাতিল কায়িলীনা বি ফানাইন নার*, তাহকীক ও তা'লীক : শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০১ হি., পৃ. ৬৬

২৩. رغبتنا فى إيقاف القارئ بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة -দ্র. ইবনু আবিল 'ইয আল-হানাফী, *শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ*, তাহকীক ও তাখরীজ : শায়খ আল-আলবানী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি./ ১৯৮৪ খ্রি., শায়খ আল-আলবানী কর্তৃক মুকাদ্দিমা, পৃ. ২৫

তাছাড়া হাদীসের হুকুম বর্ণনায় শায়খ আল-আলবানী রহ. সূক্ষ্ম ও বৈচিত্রময় পরিভাষা ব্যবহার করেন। শায়খ আল-আলবানী রহ. 'সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যঈফা'তে হাদীসের হুকুম বর্ণনায় যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ:

এক. باطل -হাদীসটি বাতিল। যথা হাদীস নং ১, ২, ২৯।

দুই. موضوع-হাদীসটি জাল বা উৎপ্রেক্ষিত তথা বানোয়াট। যেমন হাদীস নং- ১০, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৮, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৯।

তিন. ضعيف -হাদীসটি দুর্বল। যেমন হাদীস নং- ১১, ১৩, ২৩, ২৬, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫১, ৫২, ৬৪, ৬৫।

চার. ضعيف جدا -হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। যেমন হাদীস নং- ১৪, ৩৭।

পাঁচ. ضعيف لا أصل له -হাদীসটি দুর্বল, এটির কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৪, ৭, ৯, ২১, ২২, ৩০, ৩১, ৪৮, ৫৩, ৫৭, ৬৬, ৬৭, ৬৮।

ছয়. لا أصل له بهذا اللفظ -এ শব্দে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং-৩৫।

সাত. لا أصل له فى المرفوع-মারফূ হিসেবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।[২৪] যেমন হাদীস নং-১৫।

আট. موضوع بهذا اللفظ -হাদীসটির এই শব্দে (বা বাক্যে) বানোয়াট। যেমন হাদীস নং-৫।

নয়. ليس بحديث -এটি হাদীস নয়। যেমন হাদীস নং-৩।

দশ. منكر لا أصل له -হাদীসটি মুনকার, এর কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৩৪, ৬০৯।

এগার. لا أصل له عن النبى صلى الله عليه وسلم -এটি নবী স. হতে বর্ণিত, এ কথার কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৩৩।

বার. لايصح -হাদীসটি সহীহ নয়। যেমন হাদীস নং- ৪১।

তের. منكر -হাদীসটি মুনকার। যেমন হাদীস নং- ৬৩।

চৌদ্দ. باطل لا أصل له -হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

পনের. لا أعلم له أصلا -এর কোন ভিত্তি সম্পর্কে আমার জানা নেই। যেমন হাদীস নং- ৬।

ষোল. لا أصل له مرفوعا-মরফূ হিসেবে বর্ণিত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৮, ৫৩৩, ৫৪৬।

সতের. باطل بهذا اللفظ -এ শব্দে হাদীসটি বাতিল। যেমন হাদীস নং- ৫০৮।

আঠার. منكر بهذا التمام -এভাবে শেষ হওয়ায় হাদীসটি মুনকার। যেমন হাদীস নং- ৫৫৩।

উনিশ. لا أصل له فيما أعلم -আমার জানা মতে এর কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৫৫৭।

২৪. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যঈফাহ*, খ. ১, পৃ. ৩৮৩

উপর্যুক্ত পরিভাষাগুলো ছাড়াও আরো বেশ কিছু পরিভাষা তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই পরিভাষাগুলো তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন, এমন নয়। তাঁর পূর্বে বহু আলিম এরকম পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

এমনিভাবে 'সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা'তে হাদীছের হুকুম বর্ণনায় সহীহ, হাসান, হাসান সহীহুন লি গায়রিহি, হাসান লি যাতিহি, সহীহ্ লি গায়রিহি, হাসান লি গায়রিহি প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। আর 'শরহুল আকীদাহ আত-ত্বাহাবিয়্যাহ'-র হাদীস তাখরীজ করতে গিয়ে হাদীছের হুকুম বর্ণনায় হাফিয মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাবীর[২৫] অনুকরণে তিনি যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তা হলো সহীহ, সহীহ মুত্তাফাকুন আলাইহি, সহীহ রাওয়াহুল বুখারী, সহীহ রাওয়াহু মুসলিম,[২৬] লা আ'রিফুহু (لا أعرفه), লাম আ'রিফ্হু (لم أعرفه), সহীহুল ইসনাদ ইত্যাদি। শায়খ আল-আলবানী হাদীছের মানগত তারতম্যের কারণে হাদীছের হুকুম বর্ণনায় নানা রকম পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ সব বৈচিত্রময় পরিভাষার ব্যবহার মূলত শায়খ আল-আলবানীর সূক্ষ্ম চিন্তার ফসল । আর বাস্তবতা হলো, তাঁর ব্যবহৃত সব কটি পরিভাষাই স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। যেমন শায়খ আল-আলবানী হাদীছের হুকুম বর্ণনায় কখনো বা 'সহীহ' এবং 'সহীহুল ইসনাদ' এ দুটো পরিভাষা ব্যবহার করেন। এ দুটো পরিভাষার বৈচিত্রের রহস্য হলো, 'সহীহ' মানে হাদীসটি সহীহ। কিন্তু 'সহীহুল ইসনাদ' মানে হাদীসটি সনদগত সহীহ হলেও মতনের দিক বিবেচনায় হাদীসটি সেই স্তরে নেই। আবার কখনো বা যঈফ এবং যঈফুল ইসনাদ পরিভাষাদ্বয় ব্যবহার করেছেন। এই বৈচিত্রের রহস্য হলো, 'য'ঈফ' মানে হাদীসটি য'ঈফ। তবে 'যঈফুল ইসনাদ' মানে হাদীসটি সনদগত দুর্বল হলেও মতনের দিক থেকে তা দুর্বল নাও হতে পারে। তবে তাঁর পূর্বে অনেকেই যেমন ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে এসব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের নীতিমালা প্রণয়ন

শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। যার আলোকে কোন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি অগ্রহণযোগ্য তা সহজেই নির্ণয় করা যাবে। উল্লেখ্য যে, তিনি নতুনভাবে কোন মূলনীতি প্রণয়ন না করে

২৫. হাফিয মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাবী হাদীসের হুকুম বর্ণনায় যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তা হলো সহীহ মুত্তাফাকুন 'আলা সিহহাতিহি, সহীহুন আখরাজাহু (صحيح أخرجاه), সহীহু আখরাজাহু মুহাম্মদ (صحيح أخرجاه محمد)- মুহাম্মদ মানে মুহাম্মদ ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুন আখরাজাহু মুসলিম, হাসানুন আখরাজাহু মুসলিম ইত্যাদি।- দ্র. হাফিয মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাবী, *শরহুস সুন্নাহ*, তাহকীক : শুআঈব আরনাউত, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ হি.

২৬. ইবন আবিল ইয আল-হানাফী, *প্রাগুক্ত*, আল-আলবানী কর্তৃক মুকাদ্দিমা, পৃ. ২২, ২৬, ২৭

পূর্ববর্তী মুহাক্কিক-মুহাদ্দিসগণ-প্রণীত বিভিন্ন মূলনীতি নিজের বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছেন। সেইসাথে তিনি প্রাচীনকালীন হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের কতিপয় নীতিমালা পরিমার্জনও করেছেন। নিম্নে শায়খ আল-আলবানী কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা উল্লেখ করা হলো।

প্রথম মূলনীতি : যঈফ হাদীস আমল যোগ্য নয়।

শায়খ আল-আলবানী রহ.-র মতে, য'ঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয়।[২৭] আকাইদ ও আহকামের ক্ষেত্রে তো নয়ই, এমনকি ফাযায়েলে আমল, ওয়ায ও মানাকিব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে না।

দ্বিতীয় মূলনীতি : সহীহ ও যঈফ হাদীস একই জায়গায় থাকা উচিত নয়

শায়খ আল-আলবানী রহ. মনে করেন, সহীহ ও যঈফ হাদীস একই অবস্থানে থাকা উচিত নয়। বরং সহীহ ও যঈফ হাদীছের পৃথক সংকলন হওয়া দরকার। যাতে পাঠক সহজেই সহীহ হাদীসের জ্ঞান আহরণ করতে পারেন এবং আমলের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস পরিগ্রহণ ও যঈফ হাদীস পরিবর্জন করতে পারেন। এটি পাঠকদের জন্য নিরাপদ। আর এ কারণেই তিনি 'আস-সুনান আল-আরবা'আ'সহ অনেক হাদীস গ্রন্থকে বিভাজন করে সহীহ ও যঈফ হাদীছের পৃথক সংকলন রচনা করেছেন। এমনকি সহীহ ও যঈফ হাদীছের বিশাল আকারের পৃথক দুটো সংকলনও তিনি করেছেন। যা তাঁর এক অনবদ্য কীর্তি।

তৃতীয় মূলনীতি : খবরে আহাদ আকীদা ও আহকাম উভয় ক্ষেত্রেই হুজ্জাহ তথা প্রামাণ্য উৎস।

শায়খ আল-আলবানী রহ. মনে করেন, আকীদা ও আহকাম উভয় ক্ষেত্রে খবরে আহাদ হুজ্জাহ বা প্রামাণ্য উৎস। যাঁরা বলেন, আকীদার ক্ষেত্রে খবরে আহাদ প্রযোজ্য নয়; শায়খ আল-আলবানী প্রমাণ করেন তাদের এ কথার কোন ভিত্তি নেই, এরূপ কথা ইসলামে নতুন ও বিদ'আত। তাঁর মতে, আকীদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ এর উপর আমল করা ওয়াজিব, আর না করা বিদ'আত।[২৮]

চতুর্থ মূলনীতি : খবরে আহাদ শুধু ধারণা দেয় না, বরং কখনো কখনো ইয়াকীন সৃষ্টি করে।

কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে, খবরে আহাদ যান্ন তথা ধারণা দিতে পারে, এটি ইয়াকীন জন্মায় না বা অকাট্য নয়। শায়খ আল-আলবানী এ মতের সাথে দ্বিমত

২৭. আল-আলবানী, য*'ঈফুল আদাবিল মুফরাদ*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সং, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রী., পৃ. ৩২

২৮. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আল-হাদীস হুজ্জাতুন বি নাফসিহি ফিল আকাইদ ওয়াল আহকাম*, পৃ. ৫১-৫৫

পোষণ করেন। তিনি বলেন, খবরে আহাদ কখনো কখনো ইয়াকীনও সৃষ্টি করে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা.-র হাদীস,

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فى رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى

'রাসূলুল্লাহ স. রামাদানে ছোট-বড় ও নর-নারী নির্বিশেষে সকলের ওপর সাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন।

শায়খ আল-আলবানী উল্লেখ করেন, এটি খবরে আহাদ। অথচ ইবনুল কায়্যিম তাঁর 'মুখতাসারু সাওয়ারিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইবন তাইমিয়া বলেছেন, এ হাদীসটি পূর্বাপর অধিকাংশ উম্মতে মুহাম্মদীর মতে ইলম ইয়াকীন প্রদান করে।[২৯]

পঞ্চম মূলনীতি: হাদীসের উপর কিয়াসকে প্রধান্য দেয়ার নীতি ভ্রান্ত ও অবৈধ।

হাদীসের সনদে অস্পষ্টতা বা ত্রুটি থাকতে পারে। এমনটি হতেই পারে। কিন্তু হাদীস সহীহ প্রমাণিত হওয়ার পর কিয়াস বা আকলকে কোনক্রমেই প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে না।[৩০]

ষষ্ঠ মূলনীতি : মুদাল্লিস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মুদাল্লিস শব্দটি تدليس -তাদলীস শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। আর এ تدليس -তাদলীস শব্দটি دلس -দালস শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো ধোঁকা দেওয়া, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। শায়খ আল-আলবানী রহ. বলেন, তাদলীস তিন প্রকার।[৩১] যথা: এক. তাদলীসুল ইসনাদ (تدليس الإسناد): রাবী কর্তৃক এমন ব্যক্তির হাদীস বর্ণনা করা, যার সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়েছে। তবে তিনি তার নিকট থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেননি। কিন্তু হাদীস বর্ণনার সময় এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি উক্ত শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। দুই. তাদলীসুশ শুয়ূখ (تدليس الشيوخ): রাবী কর্তৃক এমন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করা, যার নিকট থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন, তা বুঝা যায় না এবং তার মাধ্যমে উক্ত শায়খকে চেনা যায় না। তিন. তাদলীসুত তাসবীয়াহ (تدليس التسوية): মুদাল্লিস এমন হাদীস বর্ণনা করেন, যা তিনি বিশ্বস্ত শায়খ থেকে শ্রবণ করেছেন। আর ঐ বিশ্বস্ত শায়খ দূর্বল শায়খ এর কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন। অতঃপর উক্ত দূর্বল রাবী বিশ্বস্ত রাবী থেকে বর্ণনা করেন। তারপর তাদলীসকারী ব্যক্তি প্রথম বিশ্বস্ত রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং দূর্বল রাবীকে বাদ দেন। অতঃপর বিশ্বস্ত শায়খ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

২৯. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আল-হাদীস হুজ্জাতুন বি নাফসিহি ফিল আকাইদ ওয়াল আহকাম*, পৃ. ৬৫
৩০. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
৩১. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক 'আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, রিয়াদ : দারুর রায়াহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ৩ য় সং, ১৪০৯ হি., পৃ. ১৮

অপর বিশ্বস্ত শায়খ হতে এমন শব্দ প্রয়োগে যেমন 'আন 'আন (عنعن) বা অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেন যে, মাঝখানে একজন দূর্বল রাবীর নাম বাদ পড়ে গেল, তা সহজে বুঝা যায় না। ফলে হাদীছের সনদটি নির্ভরযোগ্য সনদে পরিণত হয়। যদি নির্ভরযোগ্য কোন রাবী কর্তৃক তাদলীসের এ দোষ প্রমাণিত হয়, তাহলে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছাড়া তা গ্রহণ করা যাবে না। আর এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ কথা।[৩২]

সপ্তম মূলনীতি : মাজহুল রাবীর হাদীস অগ্রহণীয়।

হাদীসবিদগণের মতে, মাজহুল (مجهول) হলো ঐ লোক, যিনি ইলম অর্জনে প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। আলিম সমাজও তাকে চিনেন না। আর একজন মাত্র রাবীর মাধ্যমেই তার হাদীছের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৩] শায়খ আল-আলবানী রহ. বলেন, মাজহুল রাবী থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি মজহুল রাবী থেকে বর্ণিত হাদীসটি একদল নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় এবং তাঁর সে হাদীসে প্রত্যাখ্যানের উপযোগী কোনো বিষয় যদি না থাকে, তাহলে সেটি গ্রহণ করা যাবে। হাফিয ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, আল-হাফিয আল-ইরাক্বী, ইবন কাছীর প্রমূখ এমনটিই আমল করেছেন।[৩৪]

অষ্টম মূলনীতি : ইবন খুযায়মা ও ইবন হিব্বান কর্তৃক সহীহ সাব্যস্ত হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

মাজহুল রাবী থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, অধিকাংশ আলিম এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু ইবন হিব্বান সে মত গ্রহণ করেননি। বরং তিনি তার সংকলিত সহীহ ইবন হিব্বানে মাজহুল ব্যক্তিদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৫] ইবন খুযায়মাও অনুরূপ করেছেন। তাই তাদের সাব্যস্তকৃত সকল সহীহ হাদীসের উপর আস্থা রাখা যাবে না।[৩৬]

নবম মূলনীতি : 'রিজালুহু রিজালুস সহীহ' এ পরিভাষা দ্বারা হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয় না

হাদীস বিজ্ঞানের মূলনীতি অনুযায়ী সহীহ হাদীস তাই, যা অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলি থাকার পাশাপাশি শায, ইযত্বিরাব, তাদলীসসহ যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকেও মুক্ত। সুতরাং মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা রিজালুহু রিজালুস সহীহ (رجاله رجال الصحيح) অর্থাৎ রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবীদের অনুরূপ-এ বক্তব্যের মাধ্যমে হাদীসকে সহীহ বলা যাবে না। তাছাড়া এ পরিভাষাটি 'ইসনাদুহু সহীহ' (إسناده صحيح) পরিভাষার

৩২. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৩৫. প্রাগুক্ত
৩৬. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮২

সমার্থবোধক নয়। কেননা 'ইসনাদুহু সহীহ' (إسناده صحيح) এ বক্তব্য প্রমাণ করে হাদীসটির সনদ সার্বিক ত্রুটিমুক্ত। সুতরাং হাদীসটি সহীহ। অন্যদিকে 'রিজালুহু রিজালুস সহীহ' (رجاله رجال الصحيح) বা 'রিজালুহু ছিকাত' (رجاله ثقات) এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় রাবীগণ আদালত সম্পন্ন। কিন্তু হাদীসটি আরো অপরাপর দোষ মুক্ত কিনা, তা প্রমাণিত হয় না। তাই শায়খ আল-আলবানীর মতে, উক্ত পরিভাষা দ্বারা হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয় না।[৩৭]

দশম মূলনীতি : ইমাম আবূ দাউদের নীরবতার উপর নির্ভর করা যাবে না।

ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানু আবি দাউদ সম্পর্কে বলেন:

ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح

আমার এ কিতাবে যেখানে খুব দুর্বল হাদীস স্থান পেয়েছে, আমি তার কারণ বর্ণনা করেছি। আর যেখানে নীরবতা অবলম্বন করেছি, তা সালিহ হাদীস।[৩৮]

হাদীসবিদগণের মধ্যে ইমাম আবূ দাউদের ব্যবহৃত এ 'সালিহ' শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। একদল উলামা মত পোষণ করেন যে, 'সালিহ' অর্থ হাসান হাদীস। সুতরাং তিনি যে সেব হাদীসে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা দলীল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। অপর একদল উলামার মতে, 'সালিহ' শব্দটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক। অর্থাৎ এতে যেমন দলীল হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী হাদীস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি অন্য হাদীসের সহায়ক প্রত্যয়নকারী হাদীসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এরূপ হাদীস অত্যধিক দুর্বল নয়।[৩৯] শায়খ আল-আলবানী বলেন, শেষোক্ত মতটিই সঠিক। কারণ ইমাম আবূ দাউদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, অত্যধিক দুর্বল হাদীসের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এ কথা প্রমাণ করে যে, অল্প দুর্বল হাদীসের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি।[৪০] তার মানে, তিনি যে সব হাদীসের ক্ষেত্রে নীরব, সেগুলোর মধ্যে সবক'টি হাসান নয়; বরং তন্মধ্যে দুর্বল হাদীসও রয়েছে। কাজেই এ সব হাদীসকে হাসান হাদীস হিসেবে গণ্য করে তার উপর আমল করা যাবে না।

একাদশতম মূলনীতি : 'আল-জামিউস-সগীর'-র ক্ষেত্রে ইমাম সুয়ূতীর ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নকে নির্ভুল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না ।

আল্লামা সুয়ূতী 'আল-জামিউস-সগীর' গ্রন্থে কতিপয় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। যেমন সহীহ বুঝাতে 'সোয়াদ' (ص), হাসান বুঝাতে 'হা' (ح), যঈফ

৩৭. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৩৮. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৪০. প্রাগুক্ত

বুঝাতে 'যোয়াদ' (ض) ইত্যাদি। ইমাম সুয়ূতীর এ সব সাংকেতিক চিহ্নের ওপর দুটো কারণে নির্ভর করা যায় না। এক. গ্রন্থের বিভিন্ন অনুলিপিতে উপর্যুক্ত সাংকেতিক চিহ্নসমূহের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দুই. এটি সর্বজন বিদিত যে, ইমাম সুয়ূতী সহীহ ও যঈফ হিসেবে হাদীসের মান নির্ণয়ে নমনীয় ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁর নির্বাচিত সহীহ ও হাসান হাদীস থেকে কয়েক শত হাদীস আল্লামা মুনাবী (৯৫২-১০৩১ হি.) বাদ দিয়ে দেন। এতদ্ব্যতীত এ সব হাদীসের মধ্যে জাল হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। শায়খ আল-আলবানী উক্ত গ্রন্থটিকে সহীহ ও যঈফ হিসেবে বিভাজন করে সাহীহুল জামি' ও যা'ঈফুল জামি' নামে পৃথক দুটো সংকলন রচনা করেন। যা'ঈফুল জামি'তে ৬৪৬৯ টি হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯৮০ টি হাদীস জাল।[৪১]

দ্বাদশ মূলনীতি : 'আত-তারগীব' নামক গ্রন্থে আল্লামা মুনযিরীর নীরবতা দৃঢ়তার প্রমাণ নয়।

মূলনীতি হলো, যঈফ হাদীসের দুর্বলতার স্বরূপ ও কারণ উল্লেখ করা ছাড়া তা রিওয়ায়াত করা জায়িয নয়। এ কারণে অনেকে ধারণা করেন যে, 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে আল্লামা মুনযিরী যে সকল হাদীসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সে সব হাদীস যঈফ নয়। শায়খ সাইয়িদ সাবিক্ব বহু হাদীসের ক্ষেত্রে এ রূপ ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁর এরূপ নীতি অনুসরণের মূল কারণ হলো, আল্লামা মুনযিরী স্বীয় গ্রন্থের অবতরণিকায় যে পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর বিস্মৃতি। উল্লেখ্য যে, আল্লামা মুনযিরী সহীহ, হাসান এবং অনুরূপ হাদীস বর্ণনায় 'আন' (عن) শব্দটির ব্যবহার করেছেন। মুরসাল, মুনকাতি, মু'দাল, মুবহাম, যঈফ হাদীস বর্ণনায়ও সহীহ বা হাসান হাদীসের অনুরূপ 'আন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বটে; তবে তিনি সাথে এসব হাদীসের দুর্বলতার কারণের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন।[৪২] আর মিথ্যুক, জালকারী, অভিযুক্ত, সর্বজন পরিত্যাজ্য বা দুর্বল ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা ব্যতীত কেবল (روى) বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লামা মুনযিরীর (روى) শব্দ দ্বারা বর্ণিত সকল হাদীসই দুর্বল বলে গণ্য হবে। কাজেই তাঁর এ জাতীয় হাদীসসমূহের ওপর আমল করা যাবে না।[৪৩]

ত্রয়োদশ মূলনীতি : বিবিধ সনদের মাধ্যমে হাদীস শক্তিশালী হয়।

আলিমগণের নিকট এটি প্রসিদ্ধ কথা যে, যখন কোন হাদীস বিবিধ সনদে বর্ণিত হয়, তখন তা শক্তিশালী হাদীসে পরিণত হয় এবং তা দ্বারা হুজ্জাত পেশ করা যাবে। তবে এ কথাটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি হাদীসটি কেবল রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৪২. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
৪৩. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

কারণে য'ঈফ রূপে বিবেচিত হয়। আর রাবী যদি অন্য কোন দোষে যেমন অসততা, পাপাচার ও কপটতার দোষে দোষী বা অভিযুক্ত হন, তাহলে উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যত বহুবিধ সনদেই বর্ণিত হোক না কেন, তা কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ সূক্ষ্ম নীতিটুকু প্রাচীন ও আধুনিককালের বহু আলিম উপেক্ষা করেছেন। তাদের ধারণা হল, বিবিধ সনদে হাদীস বর্ণিত হলেই হাদীসটি শক্তিশালী হয়। কিন্তু তাদের এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত।[৪৪]

চতুর্দশ মূলনীতি : কারণ উল্লেখ বিহীন যঈফ হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নয়।

শায়খ আল-আলবানী বলেন, প্রাচীন ও আধুনিক বহু লেখক স্বীয় গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনে যঈফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ উল্লেখ করেননি। এর প্রধান কারণ হল, হাদীস সম্পর্কে না জানা, উদাসীনতা ও এ বিষয়ক রেফারেন্স গ্রন্থ অধ্যয়নে তাদের অলসতা।[৪৫] কিন্তু শায়খ আল-আলবানীর মতে, প্রসঙ্গক্রমে কোথাও যঈফ হাদীস বর্ণনা করলে হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করতে হবে। যাতে পাঠকগণ হাদীসটি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

আবু শামাহ বলেন,

> وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ بل ينبغي أن يبين أمره إن علم وإلا دخل تحت الوعيد
>
> হাদীস বিশেষজ্ঞ, উসূলবিদ ও ফকীহগণের নিকট এ ধরনের কাজ তথা কারণ উল্লেখ বিহীন যঈফ হাদীস বর্ণনা করা একান্তই ভুল ও গর্হিত কাজ। বরং যদি দুর্বলতার কারণ জানা থাকে, তা হলে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া উচিত। অন্যথায় সে এতদসংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ স.-এর ধমকের আওতার মধ্যে পড়বে।[৪৬]

আর এ বক্তব্য ঐ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে, যে ফাযায়েল সংক্রান্ত যঈফ হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ বর্ণনায় নীরবতা অবলম্বন করেন। আর কেনইবা হবেন না, যখন তা আহকাম ও অনুরূপ বিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রে

৪৪. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*

৪৫. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

৪৬. রসূলুল্লাহ্ স. বলেন: مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে এমন কথা বলে যা সম্পর্কে সে মনে করে যে, তা মিথ্যা, তাহলে সে মিথ্যুকদের একজন।-দ্র. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, পরিচ্ছেদ : উজূবুর রিওয়ায়াহ 'আনিস ছুকাত ওয়া তারকিল কায্যাবীন, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং- ০৭

প্রযোজ্য হচ্ছে। জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে দু'দলের যে কোন একটির মধ্যে শামিল হবে।[৪৭]

এক. যঈফ হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও যদি তিনি তা বর্ণনা না করেন, তাহলে তিনি মুসলিমদের সঙ্গে খেয়ানত করলেন এবং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন।

দুই. যদি হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি অনবহিত হন, তাহলে তিনি পাপী হবেন। কারণ বিনা 'ইলমে তিনি হাদীসকে রাসূলুল্লাহ স.-র নামের সাথে সম্পৃক্ত করলেন। এতদুদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ স.-র বাণী:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

> কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শ্রবণ করে, তাই (বিনা বিচারে) বর্ণনা করে।[৪৮]

সুতরাং যিনি বিনা বিচারে হাদীস বর্ণনা করবেন, তিনি রাসূলুল্লাহ স.-র প্রতি মিথ্যারোপের পাপে শামিল হবেন। কারণ তিনি যা শ্রবণ করেলেন, যাচাই-বাছাই না করে কেবল তাই বর্ণনা করলেন। অনুরূপ পাপী ঐ ব্যক্তিও হবেন, যিনি গ্রন্থ রচনায় বিনা তাহকীকে যঈফ হাদীস চয়ন করেছেন।

পঞ্চদশ মূলনীতি : ফযীলত সংক্রান্ত বিষয়েও যঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

শায়খ আল-আলবানী রহ. বলেন : আলিম সমাজ ও সর্বসাধারণের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস আমলযোগ্য। প্রকৃতার্থে বিষয়টি এরূপ নয়। কারণ অধিকাংশ আলিমের মতে, যঈফ হাদীস কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়, চাই তা ফাযায়েল সংক্রান্ত বিষয়ে হোক কিংবা আহকাম সংক্রান্ত হোক। এদের মধ্যে শায়খ কাসিম, ইবন সাইয়িদিন নাস, আবূ বকর ইবনুল আরাবী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শায়খ আল-আলবানী বলেন, এ মতটিই বিশুদ্ধ। এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আমি মনে করি: ক. যঈফ হাদীস দুর্বল ধারণার ফায়েদা দেয়। আর এরূপ ধারণার ভিত্তিতে আমল বৈধ নয়। এতে সকল উলামা একমত। সুতরাং যারা ফযীলত বিষয়ে যঈফ হাদীস আমলযোগ্য মনে করেন, তাদের এর পক্ষে দলীল পেশ করা উচিৎ। খ. ফাযায়েলুল আমল একটি শরঈ বিষয়, যার আমলের পশ্চাতে ছাওয়াব রয়েছে। আর যঈফ হাদীস দ্বারা শরঈ বিধান প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এর প্রতি আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আহকাম, ফাযায়েল সবই শরীয়ত। তবে তিনটি শর্তে যঈফ হাদীসের উপর 'আমল

৪৭. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৪৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, পরিচ্ছেদ : আন-নাহয়ু 'আনিল হাদীসি বিকুল্লি মা সামি'আ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ০৭

করা যেতে পারে। এক. তা যেন জাল না হয়। দুই. 'আমলকারী যেন হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবহিত হয়। তিন. 'আমলটি যেন প্রসিদ্ধি লাভ না করে।[৪৯]

ষষ্ঠদশ মূলনীতি : সহীহ হাদীসের উপর 'আমল করা ওয়াজিব, যদিও এর উপর ইতঃপূর্বে কেউ আমল না করে থাকে।

ইমাম শাফিঈ রহ. স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আর-রিসালাহ্'-র মধ্যে উল্লেখ করেন যে, 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বৃদ্ধাঙ্গুলী ভাঙ্গার শাস্তি স্বরূপ পনেরটি উট প্রদানের ফয়সালা দেন। তারপর যখন আমর ইবন হাযমের লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল, যাতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. প্রতি ধ্বংসপ্রাপ্ত আঙ্গুলের বিনিময়ে দশটি করে উট ধার্য করেছেন এবং যখন খলীফা নিশ্চিত হলেন যে, এটি রসূলুল্লাহ স.-র হাদীসের পাণ্ডুলিপি এবং যখন হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত হল, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ স.-র সহীহ হাদীসের উপর আমল করলেন।

অত্র হাদীসে দু'টি দলীল বিদ্যমান : এক. হাদীস গ্রহণ করা। দুই. হাদীস সহীহ প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই আমল করা। যদিও ইতঃপূর্বে এর উপর আমল পরিলক্ষিত না হয়। উপর্যুক্ত দলীল হতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হল, ইমাম কর্তৃক অনুসৃত কোন কাজ যদি হাদীস পরিপন্থী প্রমাণিত হয়, তাহলে ইমামের রায় প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সহীহ হাদীসের উপর আমল করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ স.-র হাদীস সহীহ প্রমাণিত হওয়াই আমলের জন্য যথেষ্ট। কেউ 'আমল করেছেন কি-না, তা দেখার প্রয়োজন নেই।[৫০]

সপ্তদশ মূলনীতি : শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক একজনের উপর অর্পিত ফয়সালা সকল মানুষের উপর অর্পিত হবে।

শায়খ আল-আলবানী রহ. বলেন: শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক কোন একজন লোকের উপর অর্পিত ফয়সালা সকল মানুষের উপর অর্পিত হবে কি-না এ নিয়ে 'উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন। এ বিষয়ে আল্লামা আল-আলবানী রহ.-র সিদ্ধান্ত হল, শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক একজনের উপর অর্পিত ফয়সালা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। কারণ শরীয়ত যে ক্ষেত্রে কোন একজনের ফয়সালা ঐ একক ব্যক্তির জন্য খাস করেছেন, সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। যেমন আবী বুরদাহ ইবন নিয়ার রা.-এর বিনা দাঁতাল দুম্বা কুরবানীর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে বলেছেন ঃ

إنه لا تجزى عن بعده

এর পরে এটা আর কারো জন্য জায়েয হবে না।

৪৯. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৮

৫০. ইমাম শাফেঈ রহ.-এর 'আর-রিসালাহ্'-এর সূত্রে নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১

সুতরাং একক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্টকরণ ছাড়া আম বা সাধারণভাবে এক ব্যক্তির উপর যত বিধান অর্পিত হয়েছে তা সবার উপর অর্পিত হবে। যেমন মুস্তাহাযা রোগিনীর একজনের বিধান সকল মুস্তাহাযা বা হায়েয ওয়ালা মহিলার উপর অর্পিত হবে। ইবনু আব্বাস রা.-র সালাত আদায়ে জাবির রা. তার ডান পার্শ্বে দাঁড়ানোর একক হাদীস সকল মুসলিম নর-নারীর উপর অর্পিত হবে। যখন ইমামের সঙ্গে একাকী সালাত আদায় করবে, তখন তাকে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াতে হবে।[৫১]

অষ্টাদশ মূলনীতি : 'আস-সুনান আল-আরবা'আ' ও 'সুনান দারিমী'কে সহীহ বলা ভুল।

'আস-সুনান আল-আরবা'আ'কে ছয়টি সহীহ গ্রন্থ তথা 'আস-সিহাহ আস-সিত্তা'র অন্তর্গত করা হয়। আবার কেউ কেউ সুনান ইবন মাজার পরিবর্তে 'সুনান দারিমী'কে অধিক সহীহ মনে করে একে সিহাহসিত্তার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস পান।[৫২] শায়খ আল-আলবানী বলেন, ঐ সব গ্রন্থে প্রচুর যঈফ হাদীস রয়েছে। এমনকি 'সুনান ইবন মাজা'তে মওযূ হাদীসও রয়েছে। এমনিভাবে 'সুনানে দারেমীতে'ও। তাই এগুলোকে সহীহ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা শুধু ভুল নয় বরং অজ্ঞতা।[৫৩]

পরিশেষে বলা যায়, এ ধরনের অসংখ্য মূলনীতি সমপর্যায়ের বক্তব্য শায়খ আল-আলবানীর গবেষণা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। যা হাদীস অধ্যয়ন, গ্রহণ ও বর্জন এবং আমলের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে, শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক চয়নকৃত পূর্বতন গ্রন্থের ব্যাখ্যা, তাখরীজ ও তাহকীক করেন। এ বিষয়ে তিনি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীসের হুকুম বর্ণনায় বিভিন্ন পরিভাষার ব্যবহার করেন। হাদীস মূল্যায়ন, গ্রহণ ও বর্জনের মূলনীতি প্রণয়ন করেন। শায়খ আল-আলবানীর এসব কার্যক্রম হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। সহীহ ও যঈফ হাদীস সম্পর্কে জানার পথকে করেছে সহজ-সাবলীল ও সুপ্রশস্ত। পরিশেষে বলা যায়, হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক নানান প্রসঙ্গ ও মূলনীতি উপস্থাপন করে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানগত শাখায় আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. যে অবদান রেখেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও মুসলিম উম্মাহর জন্যে পথ প্রদর্শক।

৫১. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২

৫২. মওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০ খ্রি., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪

৫৩. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আত-তাওয়াসসুল : আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫ খ্রী., পৃ. ১৩১-১৩২